বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদসৃজনে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অঙ্কনশৈলী

ড. মলয় বালা*

সারসংক্ষেপ : প্রচ্ছদ অঙ্কনে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২২০১৪) কিংবদন্তিতুল্য। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর প্রণীত অসংখ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন। অধিকাংশ গ্রন্থের প্রচ্ছদেই তাঁর হাতে আঁকা প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। যা প্রতিকৃতিপ্রধান চিত্রকলা হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। লেখক-গবেষকদের বৈচিত্র্যময় বিষয় বর্ণনার সঙ্গে সুসংগতিপূর্ণ আবক্ষ প্রতিকৃতি, নিজস্ব ঢঙের ক্যালিগ্রাফি, নকশা ও রং বিন্যাসে স্বতন্ত্র ভঙ্গি তাঁর বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদকে দিয়েছে অনন্য শিল্পমাত্রা। এযাবৎকালে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুবিষয়ক দুই হাজারেরও অধিক গ্রন্থের মধ্যে তাঁর করা প্রচ্ছদ মৌলিকতা ও নান্দনিকতায় অনন্য। বলা যায়, বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রে রেখে বাঙালির জাতিসত্তা, আত্মপরিচয়, জেগে ওঠার শক্তি তিনি সর্বজনীন করেছেন এবং প্রচ্ছদের ছদ্মবেশে বঙ্গবন্ধুবিষয়ক চিত্রকলা পৌঁছে গেছে আমজনতার কাছে।

এ দেশের বরেণ্য চিত্রশিল্পী এবং প্রচ্ছদ শিল্পের কিংবদন্তি নাম কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪)। প্রকাশনা জগতে প্রচ্ছদ, সচিত্রকরণ, অলংকরণ, নামলিপি, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি শিল্পকর্মে তিনি ছিলেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রিক। পঞ্চাশের দশকে জ্যামিতিক রূপবন্ধে দেশজ মোটিফের ব্যবহারে সমকালীন চিত্রজগতে গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব পরিচয়।[১] 'প্রচ্ছদশিল্পের নকশাগুণ এসেছে তাঁর চিত্রশিল্পে আবার চিত্রশিল্পের চিত্রগুণ সমৃদ্ধ করেছে তাঁর প্রচ্ছদশিল্পকে।'[২] জীবদ্দশায় ছয় দশকের অধিককাল তিনি প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পকে বিপুল ও বিচিত্রভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।[৩] অর্থাৎ পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে আমৃত্যু তিনি দাপটের সঙ্গে কাজ করে গেছেন।[৪] আশি-ঊর্ধ্ব বয়সে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বত্রগামী, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, জাতির কুলপতি, ভরসার জায়গা।[৫]

* অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য, সংগীত ও চলচ্চিত্র অনুরাগী এই শিল্পীর প্রচ্ছদ চিত্র সংগীতের মতোই সরল ও সুরেলা। প্রকাশনা শিল্পের অহংকার এই শিল্পী তাঁর কাজ দিয়ে রসিকদের মন রাঙিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শিল্পচিন্তায় মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রচ্ছদশিল্পে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরেছেন সুউচ্চ শিখরে। বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের যত প্রচ্ছদ করেছেন তার অধিকাংশেই হাতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। প্রতিকৃতি-প্রধান অলংকরণের অনন্য দৃষ্টান্ত সাহিত্য সাময়িকীর বিশেষ সংখ্যাগুলোতেও দেখতে পাওয়া যায়। এসব প্রতিকৃতি বঙ্গবন্ধুবিষয়ক চিত্রকর্ম হিসেবেও অতুলনীয়। নাসির আলী মামুনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমার বইয়ের কভার ইলাস্ট্রেশন বা পেইন্টিং এগুলোর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। আমি আমার ছবিকে বইয়ের প্রচ্ছদে নিয়ে এসেছি, বইয়ের প্রচ্ছদকে ছবিতে নিয়ে এসেছি।'[৬] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যথার্থই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'জীবনে তিনি যেরকম একটি প্রসন্নতা ধরে রাখতেন; কথাবার্তা, চালচলনে পরিচ্ছন্ন একটা ভাব বজায় রাখতেন, ছবিতেও তাই'[৭]। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মূল্যায়ন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

বাবার চাকরিসূত্রে কাইয়ুম চৌধুরী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলজীবনে বিভিন্ন জেলায় অবস্থান করেছেন। তখনই বিভিন্ন গুণিজনের সান্নিধ্যে ডিজাইনবোধ ও মুদ্রণ-সৌকর্য সম্পর্কেও ধারণা তৈরি হয়েছিল।[৮] আর্ট ইনস্টিটিউটের (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র এই শিল্পী ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে একাত্ম থেকেছেন। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে পোস্টার এঁকেছেন।[৯] উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গঠিত চারু ও কারুশিল্পীদের সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য তাঁর অবস্থান ছিল সর্বদাই সম্মুখ সারিতে।[১০] স্বাধীনতা-পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ Meet Bangladesh গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন। সহযোগী শিল্পীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই কাজের সূত্রে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করেছেন।[১১] '৭৫-এর শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের পর বিবেকের দায়িত্ব থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্যানভাসে স্থাপন করে একাধিক ছবি এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী।'[১২] সামরিক শাসনামলে একুশে পদক সামরিক

পোশাক পরা রাষ্ট্রপতির হাত থেকে গ্রহণ করেননি।[১৩] চারুকলার শিক্ষার্থীরা যখন দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধুবিষয়ক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী আয়োজন করেছেন, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সেখানে শিল্পকর্ম প্রদান করে তাঁদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। 'প্রথম আলো' পত্রিকায় দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করায় একান্ত সান্নিধ্য পেয়েছেন প্রচ্ছদশিল্পী মাসুক হেলাল। তিনি কাইয়ুম চৌধুরীর প্রতিকৃতি অঙ্কনশৈলী দ্বারা প্রভাবিত। যা মাসুক হেলালের আঁকা বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ প্রতিকৃতি ও কাইয়ুম চৌধুরীর হাতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ প্রতিকৃতির শৈলীগত সাদৃশ্য দেখেও অনুধাবন করা যায়। বঙ্গবন্ধুর মতো তিনিও প্রচ্ছদে হাতে আঁকা প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। মাসুক হেলালের প্রত্যবেক্ষণ হচ্ছে, কাইয়ুম চৌধুরী প্রথম প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুর হাতে আঁকা প্রতিকৃতি ব্যবহার শুরু করেছেন।[১৪]

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর বঙ্গবন্ধুবিষয়ক অসংখ্য প্রচ্ছদ রয়েছে। নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের প্রচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করলে শিল্পীর অঙ্কনশৈলীর স্বরূপ আরও স্পষ্ট হবে।

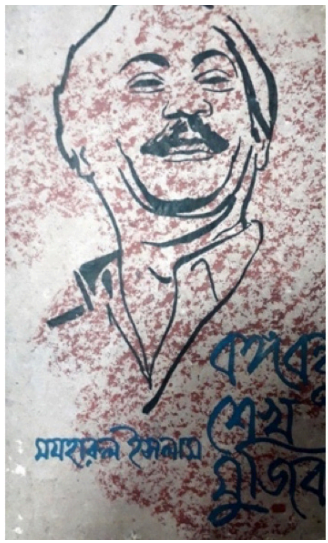

চিত্র-১ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গ্রন্থের প্রচ্ছদ (আগামী প্রকাশনীর এই প্রচ্ছদটি চতুর্থ সংস্করণ ২০০২ থেকে নেওয়া। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৪)

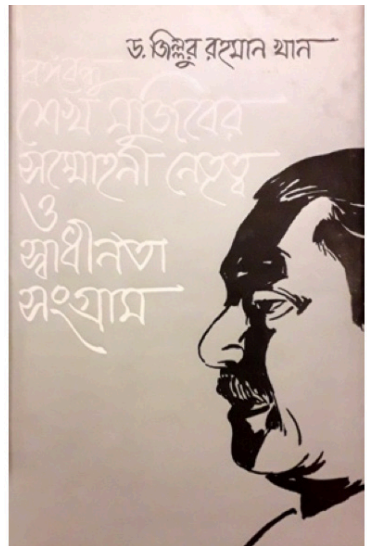

চিত্র-২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম গ্রন্থের প্রচ্ছদ (দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯ থেকে নেওয়া)

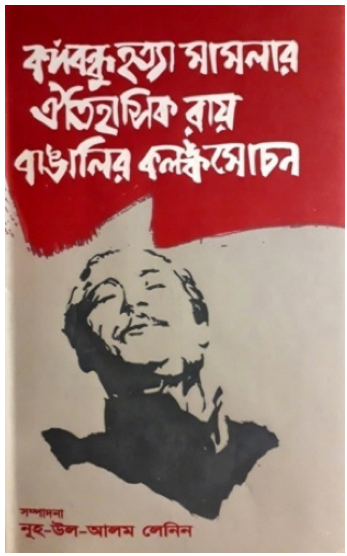

চিত্র-৩ : নূহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় বাঙালির কলঙ্কমোচন গ্রন্থের প্রচ্ছদ

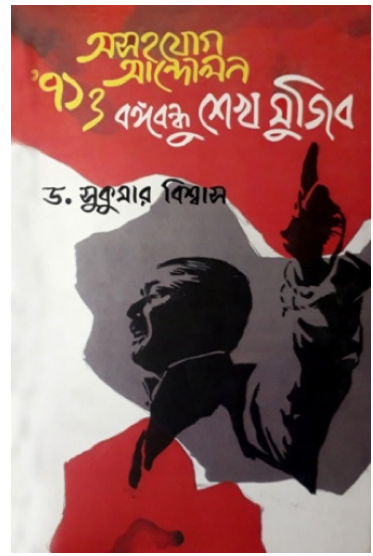

চিত্র-৪ : অসহযোগ আন্দোলন ৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৭ থেকে নেয়া

আগামী প্রকাশনীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব[১৫], গ্রন্থের প্রচ্ছদে সীমিত লাইনে বঙ্গবন্ধুর হাসিযুক্ত প্রতিকৃতি তাঁর অনন্য শিল্পকর্ম। তুলির সরু-মোটা রেখা চোখ, মুখ ও থুতনির উত্তল অবতল অবস্থাকে বাস্তবানুগ ইল্যুয়েশন দিয়েছে। হাতে লেখা ক্যালিগ্রাফিতে (চিত্র-১) গ্রন্থ-শিরোনাম এবং অঙ্কিত প্রতিকৃতি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নান্দনিক রূপ লাভ করেছ। সাদাকালো রেখার এই চিত্রের মতো সাদা-কালোর বিভাজনে বঙ্গবন্ধুর মুখাবয়ব দেখা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম[১৬] গ্রন্থে। তুলি-কালির আলোছায়া ধরে মুখাকৃতির ত্রিমাত্রিক আদল বুঝতেও অসুবিধা হয় না (চিত্র-২)। তুলি-কালিতে একই ঘরানার প্রতিকৃতির আরও কয়েকটি গ্রন্থের উদাহরণ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় : বাঙালির কলঙ্কমোচন[১৭] (চিত্র-৩), অসহযোগ আন্দোলন '৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব[১৮] (চিত্র-৪) ও মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড[১৯] (চিত্র-৫)। এসব প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুর মুখাকৃতির ভঙ্গিতে নান্দনিকতা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রতিকৃতির ভাব-ভাবনা প্রকাশের স্পষ্টতা লক্ষ করার মতো। অর্থাৎ অভিব্যক্তির মধ্যে গ্রন্থ শিরোনামের সার্থক সামঞ্জস্যতা পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রচ্ছদ কিংবা চিত্রাঙ্কনে কাইয়ুম চৌধুরী ছিলেন সত্যিকারের সাধক। শিল্পকে সাধনার মতোই দেখতেন। সফলভাবে প্রতিটি প্রচ্ছদ করার জন্য যত্নের ঘাটতি ছিল না। বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাঁর কাজের প্রক্রিয়া হদিস করলে। কারণ প্রতিটা কাজের জন্যই তিনি একাধিক লে-আউট করে নিতেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি করার জন্য তিনি কালি-তুলিতে একাধিক লে-আউট করে নিতেন। তারপর সেখান থেকে নির্বাচিত প্রতিকৃতি প্রচ্ছদের রূপকল্পনা অনুযায়ী ছাপা উপযোগী রঙে প্রস্তুত করে নিতেন।[২০] উল্লেখ্য শিল্পীপুত্র মইনুল ইসলাম জাবের খুব কাছে থেকে এসব প্রতিকৃতি অঙ্কন দেখেছেন এবং অনেকগুলো লে-আউট তিনি সংরক্ষণ করে রেখেছেন। ছোটো আকৃতির এসব লে-আউট প্রচ্ছদে কিছু নোটও লেখা রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রন্থের[২১] প্রচ্ছদ (চিত্র-৬) ও মইনুল ইসলাম জাবেরের সংগ্রহের লে-আউট (চিত্র-৭) পাশাপাশি রেখে দেখলে

চিত্র-৫ : মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড গ্রন্থের প্রচ্ছদ

চিত্র-৬ : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রন্থের প্রচ্ছদ

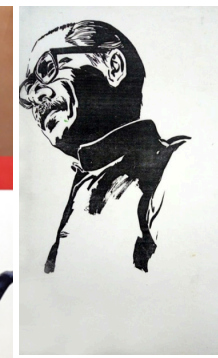

চিত্র-৭ : কালি-তুলিতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি (লে-আউট)

বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু একাধারে বহুধা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কখনো আপসহীন রাজনীতিবিদ, কখনো বলিষ্ঠ নেতা, কখনো নেতৃত্বের জাদুকর, কখনো অতি সাধারণ মানুষ, কারো ভাই, কারো পিতা। সুতরাং লেখক-গবেষকগণ অসংখ্য

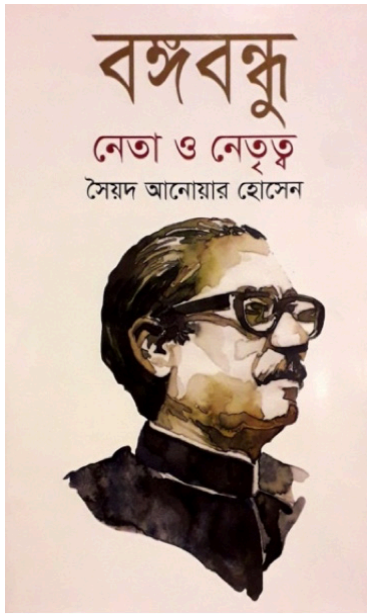

চিত্র-৮ : বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব গ্রন্থের প্রচ্ছদ

চিত্র-৯ : মুজিব ভাই গ্রন্থের প্রচ্ছদ

দৃষ্টিকোণ থেকে অসংখ্য বিষয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী লেখকদের সেই বৈচিত্র্যময় বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রচ্ছদের জন্য প্রতিকৃতি এঁকেছেন। উদাহরণ হিসেবে বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব[২২] ও মুজিব ভাই[২৩] গ্রন্থের প্রতিকৃতির আদল তুলনা করে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব গ্রন্থের প্রচ্ছদে (চিত্র-৮) একজন নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অবিচল লক্ষ্য পাশ ফেরা প্রতিকৃতির অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট। আবার তিনি যখন কারো একান্ত কাছের মানুষ কারো ভাই তখন তাঁর রূপ নিশ্চয়ই আলাদা। মুজিব ভাই গ্রন্থের হাসিযুক্ত প্রতিকৃতি দিয়ে সেই রূপটি যেন ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী (চিত্র-৯)। এখানেই তাঁর প্রতিকৃতি দিয়ে প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনের বিশেষ কৃতিত্ব। কোনো কোনো প্রচ্ছদে গ্রন্থের বিষয় বর্ণনে ভাব-ভঙ্গি, আকার-ইঙ্গিত, প্রতীক জোরালো ভূমিকা রেখেছে। যেমন স্বাধীনতার স্থপতি [২৪] গ্রন্থে নামের সঙ্গে সংগতি রেখে স্তম্ভ দিয়েছেন, সমকালে শ্রদ্ধা ও স্মরণ দেখাতে প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আবক্ষ প্রতিকৃতির ভাস্কর্য-আদল এনেছেন (চিত্র-১০)।

আকার-ইঙ্গিতে ইলাস্ট্রেটিভ আঙ্গিকের এই প্রচ্ছদে কম্পিউটার গ্রাফিক্স মূলত প্রযুক্তি ব্যবহারেরও উদাহরণ। এরকম আরও একটি ইলাস্ট্রেটিভ আঙ্গিকের প্রচ্ছদ হচ্ছে ইতিহাসের রক্ত পলাশ পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর[২৫] গ্রন্থের প্রচ্ছদ। রক্তস্নাত ৩২ নম্বর বাড়ির সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধু শুয়ে থাকা নিথর দেহের একাংশ দেখা যায় এই প্রচ্ছদচিত্রে (চিত্র-১১)। মোটকথা প্রতিটি প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির আলাদা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একাধিক খণ্ডের সুন্দর প্রচ্ছদচিত্রের উদাহরণ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রথম খণ্ড[২৬] (চিত্র-১২) ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে দুটি রঙে জমিন বিভাজন করে দৃষ্টিনন্দন বিন্যাস করেছেন। অধিকাংশ গবেষকই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে অভিন্ন করে মূল্যায়ন করেন। কাইয়ুম চৌধুরী বর্ণনাধর্মী শিল্পভাষায় এই অভিন্নতা দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিত্রটিতে। আবহমান বাংলার নৈসর্গিক ফর্মের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ফর্ম যুক্ত করে তিনি মোক্ষে পৌঁছেছেন। ছবি দেখে সহজেই বোঝা যায় বাংলার প্রতিচ্ছবি। আর তার মধ্যে রোমান্টিক বর্ণাবেশে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। অধ্যাপক নজরুল ইসলাম চিত্রটির পরিশীলিত চিত্র আঙ্গিক, কম্পোজিশনের অসামান্য ভারসাম্য, যথার্থ নামকরণ উল্লেখ করে মনে দাগ কাটার মতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৭] মূলত বঙ্গবন্ধু ও বাংলার সবুজাভাব উজ্জ্বল নিসর্গের মেলবন্ধন হয়েছে এই চিত্রে। আর এই চিত্র দিয়ে অপূর্বভাবে অন্নদাশঙ্কর রায়ের আমার ভালোবাসার দেশ[২৮] গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন (চিত্র-১৩)। সত্যিকার অর্থে এই অসামান্য চিত্রটি বঙ্গবন্ধুবিষয়ক যেকোনো প্রকাশনার জন্যই প্রাসঙ্গিক। উদাহরণস্বরূপ শিল্প-সাহিত্যবিষয়ক সাময়িকী 'দেশ প্রসঙ্গ'র 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' সংখ্যার (দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আগস্ট ২০১৫) প্রচ্ছদের তাৎপর্য দিয়ে বিচার করা যায়।

কাইয়ুম চৌধুরীর হস্তাক্ষর শৈলী, তাঁর প্রচ্ছদ অঙ্কনকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মাত্রা। তাঁর হস্তাক্ষরের বিশেষত্বের কারণে মার্কিন-সুইডিশ টাইপ ডিজাইনার জেকব টমাস কাইয়ুম চৌধুরীর হস্তাক্ষরে প্রথম আলোর জন্য তৈরি করছেন অনন্য টাইপফেস কাইয়ুম ফন্ট।[২৯] শিল্পী রফিকুন নবী লিখেছেন, 'তার প্রচ্ছদের ক্যালিগ্রাফি, নকশা এবং রং বিন্যাসের গ্রাফিকশৈলী এতটাই ব্যতিক্রমী যে, দেশের সব প্রকাশক-লেখকের পক্ষে তাঁর কাজকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবা কঠিন ছিল।'[৩০] প্রচ্ছদে তিনি অনবরত স্টাইল পরিবর্তন করলেও বঙ্গবন্ধুবিষয়ক প্রচ্ছদের কেন্দ্রে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। ব্যক্তিত্বের

অভিব্যক্তি দিয়ে গ্রন্থের অন্তর্গত ভাব প্রচ্ছদে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তিনি। প্রচ্ছদশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অবদান রশীদ আমিনের মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

> শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন রুচির দৈন্যের বিরুদ্ধে যে-সুরুচির আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তার একজন অগ্রদূত ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী।...তাঁর অঙ্কিত প্রচ্ছদ, পোস্টার, অলংকরণ আমাদের দেশের ব্যাপক আমজনতার শিল্পের ক্ষুধা মিটিয়েছে, সেক্ষেত্রে তাঁকে গণশিল্পীর অভিধায়ও অভিষিক্ত করা যায়। তবে কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদকে শুধু মামুলি গ্রাফিক ডিজাইন হিসেবে ধরা যাবে না, বরং তা একেকটি চিত্রকর্ম। তিনি গ্রাফিক ডিজাইন ও চিত্রকর্মকে একাকার করে দিয়েছেন, এখানে বোধহয় শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর সার্থকতা।[৩১]

উল্লিখিত আলোচনা ও রশীদ আমিনের মূল্যায়নের সূত্র ধরে কাইয়ুম চৌধুরীর প্রতিটি প্রচ্ছদচিত্রকে একেকটি বঙ্গবন্ধুবিষয়ক চিত্রকলার সঙ্গেই তুলনা করা যায়। এ যেন প্রচ্ছদের ছদ্মবেশে বঙ্গবন্ধুবিষয়ক চিত্রকলা পৌঁছে গেছে আমজনতার কাজে।

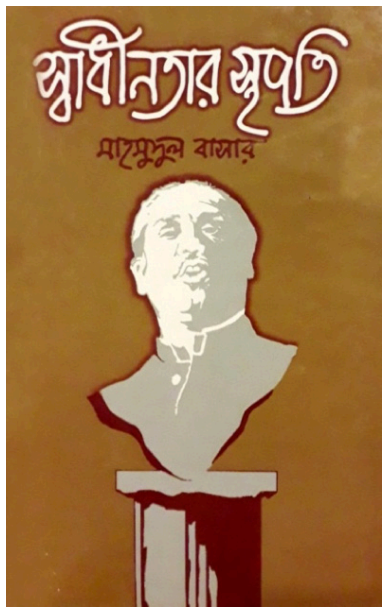

চিত্র-১০ : স্বাধীনতার স্থপতি গ্রন্থের প্রচ্ছদ

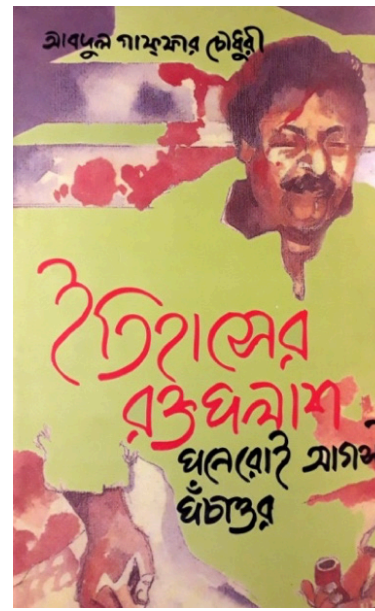

চিত্র-১১ : ইতিহাসের রক্তপলাশ গ্রন্থের প্রচ্ছদ

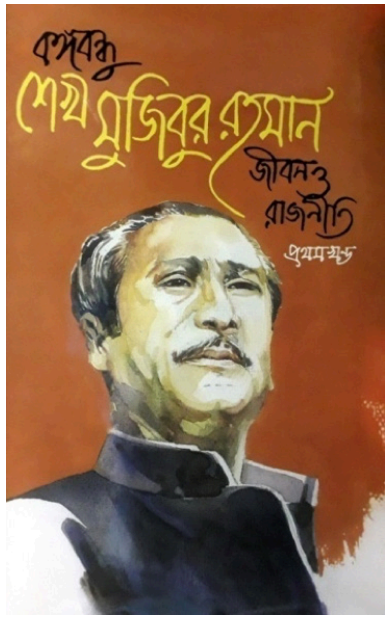

চিত্র-১২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি গ্রন্থের (প্রথম খণ্ড) প্রচ্ছদ

চিত্র-১৩ : আমার ভালোবাসার দেশ গ্রন্থের প্রচ্ছদ

ছবি বা প্রচ্ছদ সৃষ্টির আগে তিনি ছোটো ছোটো কাগজে সাদাকালোয় একাধিক খসড়া বা চর্চাচিত্র করতেন। সাদাকালোয় করা এসব চর্চাচিত্রে পরিমিত উচ্চারণ, শীলিত অভিব্যক্তি হলেও তাঁর ছবিতে সবসময় রঙের উচ্চকিত মেলবন্ধন চোখে পড়ার মতো। মিজারুল কায়েসের মতে, কাইয়ুম চৌধুরীর ছবি কবিতার মতো পাঠ করা যায়।[৩২] এই ব্যাখ্যা তাঁর বঙ্গবন্ধুবিষয়ক প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেও সত্য। প্রচ্ছদে প্রতিকৃতি ক্যালিগ্রাফি ও টাইপোগ্রাফির জন্য পটভূমি বিভাজনের সারল্য ও গতিময়তা 'ছড়া'র সঙ্গে তুলনীয়। সাহিত্য অনুরাগী এই শিল্পী ছড়া লিখেছেন, প্রকাশিত দুটি ছড়াগ্রন্থ রয়েছে। হয়তো এই ছন্দবোধ নিশ্চয়ই তাঁর চরিত্র চিত্রণে ছায়া রেখেছে।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও মুদ্রণ টেকনিকের পরিবর্তনে যেভাবেই তিনি বঙ্গবন্ধুর উপস্থাপন করেছেন না কেন সেখানে তাঁর সৃষ্টিশীলতার কমতি ছিল না। বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের অধিকাংশ প্রচ্ছদ ইলাস্ট্রেটিভ আঙ্গিকে করা। গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর যে বিষয়ভাবনা প্রকাশিত

হয়েছে তা অঙ্কিত প্রতিকৃতিতে দৃষ্টিপাত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি প্রচ্ছদে ক্যালিগ্রাফিক বা লিপিমালা এবং টাইপোগ্রাফি বা হরফশিল্পের বিশেষত্ব দেখিয়েছেন। বলা যায়, প্রকাশনাশিল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রে রেখে জাতিসত্তা, আত্মপরিচয়, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালির জেগে ওঠার শক্তি সর্বজনীন করেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল মনসুর, "আমার কাইয়ুম স্যার", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), একাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৮

২. সৈয়দ আজিজুল হক, "কাইয়ুম চৌধুরী : এক বর্ণাঢ্য শিল্পীজীবন", নান্দীপাঠ, সংখ্যা ৮, জুন ২০১৯, পৃ. ৪১০

৩. সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত

৪. মামুন কায়সার, "আমার গুরু কাইয়ুম চৌধুরী", দেশ প্রসঙ্গ (বরেণ্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৬

৫. আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত

৬. নাসির আলী মামুন, "কাইয়ুম চৌধুরীর সাক্ষাৎকার : ঐতিহ্য ঠিকানা", ভিন্নচোখ, শিল্প ও শিল্পী সংখ্যা, পৃ. ১৪৩

৭. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, "কাইয়ুম চৌধুরী : ফিরে দেখা", সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১২১

৮. সৈয়দ আজিজুল হক, "কাইয়ুম চৌধুরীর নান্দনিকতা", দেশ প্রসঙ্গ (বরেণ্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), পৃ. ৬

৯. আনিসুজ্জামান, "কাইয়ুম চৌধুরী : মানুষ ও শিল্পী", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১০. সৈয়দ আজিজুল হক, "কাইয়ুম চৌধুরী : এক বর্ণাঢ্য শিল্পীজীবন", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫

১১. শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে মুঠোফোনালাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ : ১৫ই অক্টোবর, ২০২০

১২. দেবব্রত চক্রবর্তী, "কাইয়ুম চৌধুরী", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১৩. মইনুল ইসলাম জাবের, "আমার বাবার মুখ", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১৪. শিল্পী মাসুক হেলালের সাক্ষাৎকার, ২৩শে নভেম্বর, ২০২০

১৫. মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, জুলাই ২০০২ [প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৪]

১৬. জিল্লুর রহমান খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, জানুয়ারি ২০১৯ [প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৪]

১৭. নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় বাঙালির কলঙ্কমোচন, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, প্রকাশক : তোফাজ্জল হোসেন, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ২০১২ [প্রথম প্রকাশ : পয়লা বৈশাখ ১৪১৭]

১৮. সুকুমার বিশ্বাস, অসহযোগ আন্দোলন-৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ [দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২০১৭]

১৯. মিজানুর রহমান খান, মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকান্ড, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, আগস্ট ২০১৩

২০. শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর পুত্র মইনুল ইসলাম জাবেরের সঙ্গে মুঠোফোনালাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ : ১০ই জানুয়ারি ২০২১

২১. শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ (সম্পা.), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ [তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি : ২০২০]

২২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

২৩. এবিএম মূসা, মুজিব ভাই, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, মার্চ ২০২০ [প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১২]

২৪. মাহমুদুল বাসার, স্বাধীনতার স্থপতি, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০১

২৫. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, ইতিহাসের রক্তপলাশ, আগামী সংস্করণ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৭ [প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪]

২৬. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, দ্বিতীয় খণ্ড

২৭. নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু : শিল্পীর চোখে, দেশ প্রসঙ্গ (মুজিব শতবর্ষ সংখ্যা) অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২০, পৃ. ৪৫

২৮. অন্নদাশঙ্কর রায়, আমার ভালোবাসার দেশ, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১

২৯. https://www.prothomalo.com/onnoalo/কাইয়ুম-চৌধুরীর-অমর-হরফ (ব্রাউজিংয়ের তারিখ : ১৫ই জানুয়ারি ২০২১)

৩০. রফিকুন নবী "রুচিশীল মানুষের প্রয়াণ", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩১. রশীদ আমিন, "আমাদের সুরুচির বরপুত্র", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৩২. মিজারুল কায়েস, "কাইয়ুম চৌধুরী : ঠিকানার জয়গান", শিল্পরূপ, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ. ৫৯